বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
(২০২৩-২৪)

উপজেলা পরিষদ

কালিয়া, নড়াইল

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

উপজেলা পরিষদ, কালিয়া, নড়াইল

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

প্রকাশনায় ঃ
জনাব কৃষ্ণপদ ঘোষ
চেয়ারম্যান
কালিয়া উপজেলা পরিষদ
নড়াইল

সম্পাদনা ঃ
জনাব মো: আরিফুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কালিয়াা, নড়াইল

অর্থায়নে ঃ
কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

সার্বিক সহযোগীতায় ঃ
জনাব মো: ইকরামুল হক, সিএ টু ইউএনও, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কালিয়া,নড়াইল
সম্রাট দাশ, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ ঃ
জনাব মো: ইকরামুল হক, সিএ টু ইউএনও, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কালিয়া,নড়াইল
সম্রাট দাশ, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, কালিয়া উপজেলা পরিষদ, নড়াইল

কৃতজ্ঞতায় ঃ
কালিয়া উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ

ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ তুষার ডিজিটাল প্রিন্টার্স, কালিয়া,নড়াইল

উৎসর্গ

প্রিয় কালিয়া উপজেলাবাসীকে

বাণী

কালিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০২১-২২) প্রণয়ন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ফলপ্রসুভাবে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও তৃণমূল পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এ বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করবে। এ পরিকল্পনা বই উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল রাখবে ,বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে সূদুর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "দিন বদলের সনদ" বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা। এ উপজেলার সর্বসাধারণের জীবন মানসহ সামগ্রিক উন্নয়নে আমার সার্বিক ও নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জনাব মো: কবিরুল হক(মুক্তি)
জাতীয় সংসদ সদস্য
৯৩-নড়াইল-০১।

বাণী

কালিয়া উপজেলা পরিষদ ২০২৩-২৪ সালের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রনয়ণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিণির্মানে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

এক বছর মেয়াদী পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে তালা উপজেলার অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নারী উন্নয়ন ঘটবে মর্মে বিশ্বাস করি।

লোহাগড়া উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কালিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের এই মহৎ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

(মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
নড়াইল

উপ পরিচালকের বাণী

কালিয়া উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। লোহাগড়া উপজেলা পরিষদের 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ জাতী বিনির্মাণের জন্য উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এই উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সঠিক ট্র্যাকে রাখতে গেলে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন। তালা উপজেলা পরিষদ জনগণের উন্নয়নের জন্য একটি 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' করতে যাচ্ছে যা উন্নয়নের পরিকল্পনার একটি পূর্বশর্ত। । জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে। দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও তালা উপজেলার সাফল্য কামনা করি।

জুলিয়া সুখায়না
উপ-পরিচালক (উপ সচিব)
স্থানীয় সরকার
নড়াইল

বাণী

নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা একটি পশ্চাৎপদ উপজেলা। এই পশ্চাৎপদ উপজেলাটিকে উন্নয়নের রোডম্যাপে রাখতে যেয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' খুবই অভাব ছিল। সেই দুরুহ কাজটিই সানন্দের সাথে করতে পেরে নিজকে অনেক খুসি লাগছে।

সু-শাসন, স্বচ্চতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা।

আমাদের এই দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অতএব, লোহাগড়া উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন এই কর্ম পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার হাতকে আর ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। লোহাগড়া উপজেলার প্রতিটি মানুষ সুখে ও শান্তিতে থাকুক এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

(কৃষ্ণপদ ঘোষ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কালিয়া,নড়াইল

বাণী

১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃপ্রচলন করে। ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হয়।

আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যাশা করি যেন লোহাগড়া উপজেলার প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে একটু দায়মুক্ত হতে পারি কিনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

কালিয়া উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' কালিয়াাবাসীকে একটি সুন্দর,সুখী ও সমৃদ্ধ উপজেলা তৈরীতে সাহায্য করবে বলে আশাবাদী ।

(মো: ইব্রহিম শেখ)
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কালিয়া, নড়াইল

বাণী

মহৎ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর পরিকল্পনা হচ্ছে কাজের অর্ধেক। জীবনের প্রতিটি কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুন্দর ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা থাকলে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন হবে। তালা উপজেলা জলা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। এ উপজেলায় একটি পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হলে আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র দূরীকরণসহ জনকল্যাণ ও সু-শাসন নিশ্চিত হবে।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোসা: সোহেলী পারভীন নিরী)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কালিয়া,নড়াইল

বাণী

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তালা উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী এক বছরে (২০২৩-২৪) এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে তালা উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহণে গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকার ভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

কালিয়া উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায় কালিয়া উপজেলা পরিষদ আগামী এক (২০২৩-২০২৪) বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে।

(রুনু সাহা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কালিয়া, নড়াইল

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা, উপজেলার পরিচিতি ও নামকরণ

১.১ ভূমিকা 12
১.২ কালিয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি 12
১.৩ প্রাচীন কীর্তি 12
১.৪ কালিয়া উপজেলার নামকরণ 12
১.৫ উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি 12
১.৬ ভাষা ও সংস্কৃতি 12
১.৭ মুক্তিযুদ্ধে তালা 12
১.৮ প্রত্যাশা 13
১.৯ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য 13
১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া 13
১.১১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা 14
১.১২ তালা উপজেলার মানচিত্র 14

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলা আর্থ-সামাজিক তথ্য ভান্ডার

২.১ উপজেলার পরিষদ ও বিভিন্ন দপ্তরের আর্থ-সামাজিক তথ্য 15

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৩.১ উপজেলার সম্পদের বিবরণী 19

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ 21

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রূপকল্প

৫.১ রূপকল্প 21

ষষ্ট অধ্যায়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 21
৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন 22

সপ্তম অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৭.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 22
৭.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ 26

অষ্টম অধ্যায়ঃ মনিটরিং ও মুল্যায়ন পদ্ধতি

৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য 36
৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড 36
৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট 36
৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো 37

১.১ ভূমিকাঃ

উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালা উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২ কালিয়া উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

ভবিষ্যত কার্যক্রমের মধ্যে পারস্পারিক সেতু বন্ধন সৃষ্টি করা বলতে সাধারণত পরিকল্পনা বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদসমূহকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা করার বিকল্প নেই। তারই আলোকে দেশের গ্রাম-গঞ্জের দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠির সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য উপজেলাতে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরগুলোকে সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন করণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত আছে। দেশের সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে অত্র উপজেলাতেও কৌশলগতভাবে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরুপভাবে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলাসমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুরুপভাবে উন্নয়নের স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

নানা মত ও বর্ণের লোকজনের বসবাসের মধ্যে দিয়ে এ এলাকার জনবসতি গড়ে উঠেছে। ইতিহাস নির্মাণকালে এ এলাকার বিদেশী বনিকদেও আনাগোনা ছিল। সেই সুবাদে ভিন্ন জাতিসত্বা ও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

আয়তন ও অবস্থান: কালিয়া উপজেলার আয়তন ৩১৭.৬৪ বর্গ কিঃ মিঃ। এ উপজেলা ৮৯.৩১ ডিগ্রি দ্রাঘিমা এবং ২৩.০০ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত। এখানের গড় আদ্রতা ৭৮%। পূর্ব অক্ষাংশে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা, পশ্চিমে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলা, উত্তর-পশ্চিমে নড়াইল জেলার সদর উপজেলা, উত্তর-পূর্বে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা এবং দক্ষিণে খুলনা জেলা অবস্থিত

১.৮ প্রত্যাশাঃ

কালিয়া উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন কল্পে, তালা উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

১.৯ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সীমাবদ্ধ সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব। উপজেলা পরিষদের এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত, অহস্তান্তারিত এবং অন্যান্য বিভাগ বা সংস্থাসমূহ তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিকল্পিত হচ্ছে না। ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ও অগ্রাধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উপজেলা পরিষদের সকল স্টকহোল্ডারদের অর্থাৎ হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তারিত, অন্যান্য বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ, কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমন্বিত করে উপজেলা ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বই তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়াঃ

উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে বার্ষক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথমত: বার্ষিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদ বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়ত: উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতপর পরিকল্পনা কমিটি উপজেলা কমিটি সমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে।

তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত এবং অ-হস্তান্তরিত ও অন্যান্য বিভাগকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে বিভাগ ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি কর হয়। পরবর্তিতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও পরিকল্পার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত বর্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

চর্তুথত: উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি সমন্বিত খসড়া বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। উক্ত বিশেষ সভায় সমন্বিত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন করে।

১.১১ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।
খ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।
গ) অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ।
ঘ) নিম্ন থেকে উর্ধমূখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুসরণ।

১.১৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতাঃ

কালিয়া উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এই পরিকল্পনা বই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই বার্ষিক পরিকল্পনার বই-এর উল্লেখযোগ্য অংশ হল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে ভিত্তি তথ্য এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহকরা এবং সেই তথ্যের বিশ্লেষণ করা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের ঘাটতি এবং বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিভাগসমূহের আগ্রহ কম ছিল। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বই প্রণয়নেরক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যও সময়মত পাওয়া যায়নি।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল স্টকহোল্ডার অর্থাৎ হস্তান্তরিত, অ-হস্তান্তরিত এবং বিভাগসমূহকে পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করা একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া কিন্তু এই পরিকল্পনা বই তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রমের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কথা উলেখ করেছে। ফলে সঠিক সময়ে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৪ কালিয়া উপজেলার মানচিত্রঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১

সাধারণ তথ্য		
ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
১	উপজেলার সীমানা	ভৌগলিক অবস্থান: ৮৯.৩১ ডিগ্রি দ্রাঘিমা এবং ২৩.০০ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত। এখানের গড় আদ্রতা ৭৮%। পূর্ব অক্ষাংশে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা, পশ্চিমে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলা, উত্তর-পশ্চিমে নড়াইল জেলার সদর উপজেলা, উত্তর-পূর্বে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা এবং দক্ষিণে খুলনা জেলা অবস্থিত।
২	উপজেলার আয়তন	৩১৭.৬৪ বর্গ কিঃ মিঃ।
৩	জেলা সদর হতে দুরত্ব	২৮কি.মি.।
৪	জনসংখ্যা	২,০৮,০২৪ জন। (পুরুষ-১,০১,০১২ জন মহিলা-১,০৭,০১২ জন) (২০১১ সালের অদম শুমারী অনুযায়ী)
৫	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	কালিয়া- ০.৩৫%
৬	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৬৫৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
৭	নির্বাচনী এলাকা	৯৩-নড়াইল-১ (কালিয়া)।
৮	ভোটার সংখ্যা	১,৫১,৯২১ জন (পুরুষ-৭৫,২৬২ জন, মহিলা-৭৬,৬৫৯ জন) (২০১৫ সালের পৌরসভা নির্বাচন অনুযায়ী)
৯	পৌরসভা	১টি
১০	ইউনিয়ন	১৪টি।
১১	মৌজা	১০৯টি।
১২	গ্রাম	২২৯টি।
১৩	ডাক বাংলো	০১টি।
১৪	ব্যাংক শাখা	১৪টি।
১৫	সরকারী খাদ্য গুদাম	০২টি।
১৬	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১টি।
১৭	পাঠাগার	০৩টি।

১৮	বেকার যুব	১৮,২২৩ জন।
১৯	মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	৭৫৩ জন।
২০	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১টি।
২১	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬টি।
২২	পাঁকা রাস্তা	৭২ কি. মি.।
২৩	আধাপাকা	৩৪ কি. মি.
২৪	কাঁচা রাস্তা	৩৪০ কি. মি.।
২৫	জলাশয় (খাস পুকুর)	মোট ১৪ টি
২৬	আশ্রয়ন প্রকল্প	০২টি
২৭	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৮টি।
২৮	মোট কৃষি জমি	৩২,৫৮৬ হেক্টর।
২৯	মসজিদ	৪১৫ টি।
৩০	মন্দির	১০৫ টি।
৩১	পোষ্ট অফিস	৫ টি।
৩২	সাব রেজিষ্টার অফিস	০১টি।
৩৩	পশু হাসপাতাল	০১টি।
৩৪	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪ টি।
৩৫	মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭ টি
৩৬	কলেজ	০৬ টি ।
৩৭	কারিগরি কলেজ	০১ টি।
৩৮	ফাজিল মাদ্রাসা	০৩টি।
৩৯	দাখিল মাদ্রাসা	০৯ টি।
৪০	কারিগরি স্কুল	নাই
৪১	শিক্ষার হার	৬৫.৭ %।
৪২	নদীর সংখ্যা	০২টি (মধুমতি, নবগঙ্গা)।
৪৩	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১২টি ।
৪৪	বেসরকারী সংস্থা (ঘএঙ)	১৯ টি।

৪৫	ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১৩ টি।
৪৬	খাস জমির পরিমাণ	৪,২২৪.৫৭ একর (কৃষি+অকৃষি)।
৪৭	রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা	২২টি।
৪৮	রেন্ট সার্টিফিকেট মামলায় দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	২,২৬,৪৪২/-
৪৯	ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৩-১৪)	৫৯,৮০,০৯৫/-
৫০	আদায়ের হার (২০১৩-১৪)	১০০%
৫১	ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৪-১৫)	৭৩,০৪,০৬৮/-

তথ্য সূত্রঃ কালিয়া পরিসংখ্যান অফিস, কালিয়া, নড়াইল।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

১। ১২টি ইউনিয়নে বর্তমানে চালুকৃত ১২টি সি.সির (কমিউনিটি ক্লিনিক) মধ্যে পুরাতন ৩৭ টি (দীর্ঘ ৭ বৎসর বন্ধ ছিল- ২০১১ ইং হইতে ২০১৩ইং পর্যন্ত মেরামত ও সংস্কার করা হইয়াছে এবং ১০ টি ২০১১-২০২১ইং পর্যন্ত সময়ে নতুন নির্মিত হয়েছে) চিকিৎসা মূলক সেবার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ সরবরাহ করা হইতেছে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এ কার্যক্রমে জানুয়ারী-২০১০ইং হইতে ডিসেম্বর/২০২১ইং পর্যন্ত ৩,৫২,৫০৩ জনকে সেবা প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমানে ১০টি সিসি নতুন ভাবে নির্মানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

২। ১২টি ইউনিয়নে ১২টি মেডিকেল টিম এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১টি মেডিকেল টিম সার্বক্ষনিক ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ,করোনা ভ্যাকশিনেসন ও অন্যান্য রোগ বালাই কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

পরিবার পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ ০৭ টি
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ ০৩ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	ঃ ০২টি

প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	ঃ ০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	ঃ ০২ জন
গবাদি পশু/ দুগ্দ খামার খামার	ঃ ৫০১ টি
ছাগলের খামার	ঃ ১৫ টি
ভেড়ার খামার	ঃ ১২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	ঃ ১৩৩টি
লেয়ার মুরগীর খামার	ঃ ২২টি
হাসের খামার	ঃ ১২ টি
কবুতরের খামার	ঃ ১১০টি

সমবায় সংক্রান্ত

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ	ঃ ০৪ টি
পউবো সমিতি	ঃ ০১টি
সাধারণ সমবায় সমিতি	ঃ ৪৮৭ টি

তথ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ কিংবা বিধি সম্মত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে ঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লোহাগাড়া, নড়াইল
ফোন ঃ ০২৪৭৭৭৭৪২০৯,
ই-মেইল ঃ unolohagaranarail@mopa.gov.bd, ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ www.lohagara.narail.gov.bd
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় লোহাগাড়া, নড়াইল
সিটিজেন চার্টার (Citizen Charter)

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের সময় সীমা	সেবা প্রদানের প্রদ্ধতি	সেবা প্রদানের স্থান
০১	কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত, পেরীফেরীভূক্ত হাট-বাজার একসনা বন্দোবস্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) হতে প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে।	উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রস্তাব প্রেরণের পর উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে প্রস্তাবটি সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অগ্রবর্তী করা হয়।	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়।
০২	ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্ধে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম (টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ও ত্রাণ সামগ্রী)।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৩	এল.জি.ই.ডি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল/প্রকল্প কমিটির সভাপতির বিল প্রদান।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ২ (দুই) দিনের মধ্যে।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিল অনুমোদন, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস।
০৪	হাট-বাজার বাৎসরিক ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	হাট-বাজার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়।
০৫	জলমহাল ইজারা প্রদান।	প্রতি বছরের ১লা বৈশাখের আনুমানিক ২ (দুই) মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।	জলমহাল ইজারার নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৬	সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী বে-সরকারী কলেজ, হাই স্কুল ও মাদ্রাসার বেতন বিল প্রদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বেতন বিল প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে এবং যে কোন প্রশাসনিক কাজের প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক বিল দাখিলের পর।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৭	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যাদের সরকারী অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান এবং সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা প্রদান।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে।	সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর সম্মানী ভাতা বা বেতন ভাতা ব্যাংক থেকে কালেকশন করে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
০৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ, সংস্থা / বিভাগ কর্তৃক বিবিধ	বরাদ্ধ প্রাপ্তির পর বিষয়টি সুফলভোগীকে অবহিত করা হয়। সুফলভোগী	সুফলভোগী কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর উপজেলা নির্বাহী	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা হিসাব রক্ষণ

	অনুদান বিতরণ।	কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক কাগজ-পত্রাদি দাখিলের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হয়।	অফিসার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়।	অফিস, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থা।
০৯	জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা।	বিধি মোতাবেক।	চ.উ.জ. অপঃ, ১৯১৩ অনুযায়ী।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়।
১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও রিপোর্ট রিটার্ণ প্রেরণ।	প্রতি সপ্তাহে একদিন।	সরকারের আদেশ ও বিভিন্ন আইন মোতাবেক।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
১১	হজ্বব্রত পালনের ফরম বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান।	আবেদনের সাথে সাথে।	আবেদন মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিস হতে ফরম, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়।
১২	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংক্রান্ত পরামর্শ, তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে সেবা প্রদান।	চাহিদা মোতাবেক স্বল্প সময়ে প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসে এসে পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিস ও ইউপি চেয়ারম্যান।
১৩	বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন।	কমিটির সদস্য-সচিবের সাথে আলাপের মাধ্যমে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে।	সদস্য-সচিবের চাহিদা মাফিক।	বিভাগীয় কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৪	বি.সি.আই.সি/ভর্তুকি সারের প্রতিবেদন প্রেরণ।	আগমনী বার্তা প্রাপ্তির দিন।	সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি।	অভিযোগ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে নোটিশ প্রদান করা হয়।	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল কমিটি কর্তৃক পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ শেষে নিস্পত্তি করা হয়।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

- ❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করণ।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ।
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- ❖ আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- ❖ সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- ❖ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের তদারকিকরণ।
- ❖ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন।
- ❖ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ (জাটকা) সম্পদ রক্ষা।

উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

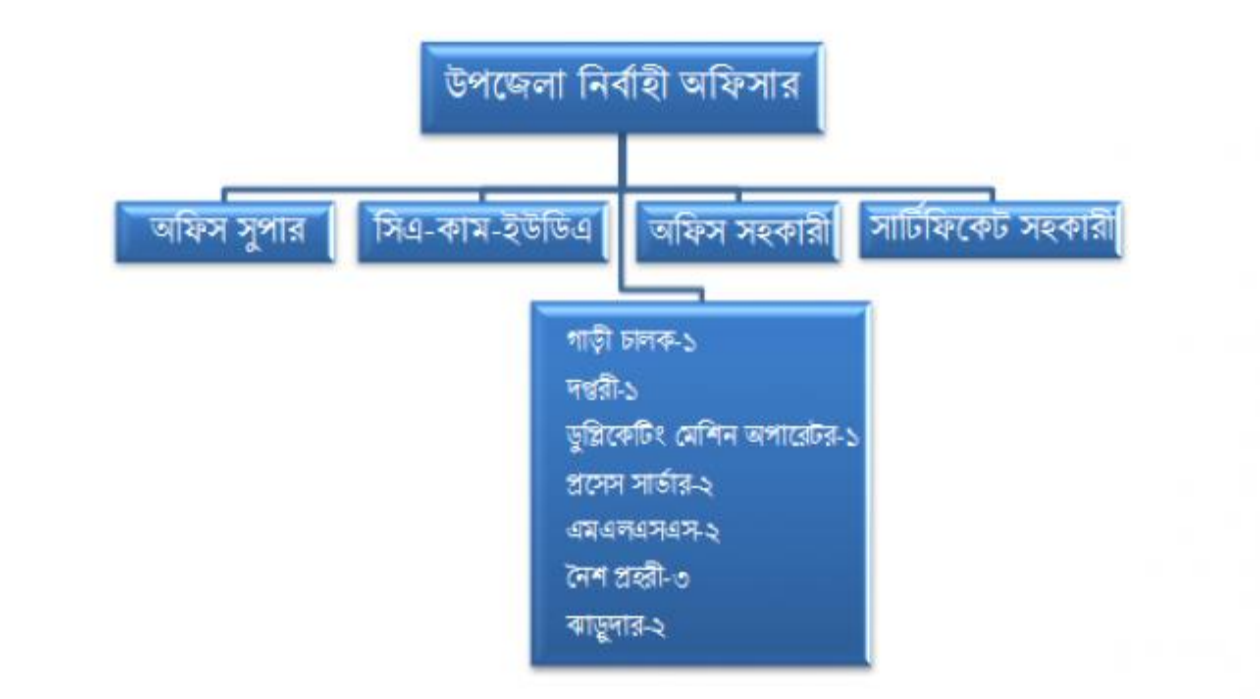

কালিয়া উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

১) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক - ০১ জন
২) গাড়ী চালক - ০১ জন
৩) অফিস সহায়ক - ০২ জন
৪) পরিচ্ছন্নতা কর্মী- ০১ জন
৫) মালী -০১ জন

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৩.১ উপজেলার সম্পদের বিবরণীঃ

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	**বার্ষিক গড় বরাদ্দ**
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	১,৪৩,০০,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি	৬০,০০,০০০.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৪.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ	সাম্প্রতিক, চলমান	১ বছর পর	সুযোগ/ ঝুঁকি

	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ	ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	পরিস্থিতির পূর্বাভাস	
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৭৮০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	৭০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা		করছে			সক্ষম হবে	
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রূপকল্প

৫.১ রূপকল্পঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে কালিয়া উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

ষষ্ট অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

৬.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষনঃ

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নে উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	সক্ষমতার দিক (Strength)	দুর্বলতার দিক (Weakness)
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	সুযোগের দিক (Opportunities)	প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা

সপ্তম অধ্যায়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের তালিকা (জুলাই/২৩ মাসিক সভার পরিশিষ্ট-ক)

৭.১ উপজেলার ইউনিয়ন/ বিভাগ ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এডিপি এর তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	১ নং বাবরা হাচলা ইউনিয়ন	১.৫০	প্রকল্প কমিটি
১.	গহররডাঙ্গা ছাত্তার বিশ্বাসের বাড়ীর পার্শ্ব হতে রবিউল বিশ্বাস এর বাড়ী অভিমুখী চলমান রাস্তায় ইটের সোলিংকরণ।	১০০০০০.০০	টেন্ডার
২.	মানিকহার উঃপাড়া জামে মসজিদের পার্শ্ব হতে সোবহান সানার বাড়ী অভিমুখী চলমান রাস্তায় ইটের সোলিংকরণ।	১০০০০০.০০	টেন্ডার
৩.	সেনেরগাতী মিশনপাড়া মন্টু চৌকিদার এর বাড়ীর পার্শ্ব হতে গীর্জা অভিমুখে চলমান রাস্তায় ইটের সোলিংকরণ।	১২০০০০.০০	**পিআইসি**
৪.	সেনেরগাতী পূর্বপাড়া আজিমউদ্দীন শেখ এর বাড়ীর পার্শ্ব রাস্তা ভাঙ্গন রোধে পুকুরধার প্যালাসাইডিংকরণ।	৮০০০০.০০	**পিআইসি**
৫.	দৌলতপুর অশোক এর বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	৫০৬৪৩.০০	টেন্ডার
৬.	ধানদিয়া ইউপির ০৯টি ওয়ার্ডের অসহায় দুঃস্থ্য মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সেলাইমেশিন সরবরাহ।	৭৮০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
৭.	ধানদিয়া ইউনিয়নের কাটাখালী দিলু ডাক্তারের বাড়ির পার্শে রাস্তায় পুকুর পাইলিং	১০০০০০.০০	টেন্ডার
৮.	ধানদিয়া ইউনিয়নের পাঁচপাড়া তালেব খার পুকুর পাইলিং	১.০০	টেন্ডার
৯.	মোট	৭,২৮,৬৪৩.০০	

১০.	**২ নং পুরুলিয়া = ৫৭৫১৮৫/-**		
১১.	মিঠাবাড়ী আক্তারুলের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ।	৬০০০০.০০	**পিআইসি**
১২.	কবি নজরুল বিদ্যাপিঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাচীর সংস্কার ও প্লাষ্টার	১০০০০০.০০	**পিআইসি**
১৩.	নগরঘাটা কবি নজরুল বিদ্যাপিঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহ	৪০০০০.০০	**পিআইসি**
১৪.	ঋষিপাড়া সুকুমারের বাড়ী হইতে পূজা মন্ডপ অভিমূখে রাস্তার ফ্লাট সোলিং	১২৫১৮৫.০০	টেন্ডার
১৫.	ভৈরবনগর বিনয়ের বাড়ী হইতে পূজা মন্ডপ অভিমূখে রাস্তার ফ্লাট সোলিং	১৫০০০০.০০	টেন্ডার
১৬.	কাপাশডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে পুকুর পাইলিং	১০০০০০.০০	টেন্ডার
১৭.	মোট	**৫৭৫১৮৫/-**	টেন্ডার
১৮.	**৩ নং হামিদপুর= ৮৩৩৫৩৩/-**	১.০০	টেন্ডার
১৯.	বড়বিলা রবি গাজীর বাড়ীর মোড় হইতে বড়বিলা শেখ আব্দুল হাই এর বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিং রাস্তার পার্শ্বস্থ আনোয়ারের পুকুর পাড় ও আবুল শেখের পুকুর ধার প্যালাসাইডিং করাসহ সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার	২০০০০০.০০	**পিআইসি**
২০.	বড়বিল গৌর দাশের বাড়ী হইতে সোবানের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
২১.	বড়বিলা উত্তরপাড়া জব্বার শেখের দোকান হইতে বড়বিলা উত্তরপাড়া মসজিদ অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
২২.	বড়কাশিপুর হান্নানের জমির পার্শ্বস্থ পিচের রাস্তা হইতে আনারুলের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
২৩.	পুটিয়াখালী শেখপাড়া মিলনের বাড়ী হইতে শহিদুলের বাড়ি অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
২৪.	শাকদহ মেইন রোড হইতে জুড়োন কামারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১০০০০০.০০	টেন্ডার
২৫.	যুগিপুকুরিয়া আসাদুল সরদারের বাড়ী হইতে ঈদগাহ অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৮৩৫৩৩.০০	টেন্ডার
২৬.	তৈলকুপী আবুল কাশেমের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
২৭.	জুজখোলা পচুর বাড়ী হইতে সোবানের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১০০০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
২৮.	ভারসা দক্ষিণ পাড়া ঈদগাহ হইতে ইছাক সরদারের জমি অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
২৯.	সরুলিয়া অলিপ' এর বাড়ী হইতে ভোলা ঘোষের বাড়ী অভিমুখী রাস্তা ইটের সোলিং করণ।	৫০০০০.০০	টেন্ডার
৩০.		**৮৩৩৫৩৩/-**	প্রকল্প কমিটি
৩১.	**৪ নং মাউলী= ৯৪৭৬১৬/-**		
৩২.	গৌরিপুর আলমের বাড়ী হতে জঙ্গল অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	**পিআইসি**
৩৩.	মাহমুদপুর গ্রামের বাবলুর জমির পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	৪০০০০.০০	টেন্ডার
৩৪.	মির্জাপুর নিতাই ঘোষের বাড়ি হতে মুকুলের বাড়ী রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	টেন্ডার
৩৫.	ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার উপকরণ সরবরাহ	৪০০০০.০০	টেন্ডার
৩৬.	মনোহরপুর গ্রামের জামে মসজিদ হতে আক্কাজের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	প্রকল্প কমিটি

৩৭.	মধ্য কুমিরা সঞ্জয়ের বাড়ি হতে কোমল দের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	প্রকল্প কমিটি
৩৮.	পশ্চিম কুমিরা চন্দ্র শেখর পালের জমির নিকট হতে নির্মল মাষ্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	টেন্ডার
৩৯.	দুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ	১৫৭৬১৬.০০	টেন্ডার
৪০.	নোয়াকাটি মোড়লপাড়া মোছা মোড়লের দোকানের সামনে হতে আতিয়ার মোড়লের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	প্রকল্প কমিটি
৪১.	দাদপুর সরকারি পুকুরপাড় হতে আবুবক্কার শেখের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	টেন্ডার
৪২.	বকশিয়া আমজাদের বাড়ী হতে নূর মোহাম্মদের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	টেন্ডার
৪৩.	পশ্চিম কুমিরা ভোলা পালের কালীঘর হতে অসীম পালের পানের বরজ অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৪০০০০.০০	প্রকল্প কমিটি
৪৪.	কুমিরা ইউপির ৫নং ওয়ার্ড কল্যান বসুর বাড়ির পশ্চিমপার্শে রাস্তার পার্শে পুকুর পাইলিং	১৫০০০০.০০	টেন্ডার
	কুমিরা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড এর নফর দফাদারের বাড়ির পার্শে পিচের রাস্তার পার্শ থেকে আঙুর আলী মোড়লের পুকুর পাইলিং	২০০০০০.০০	টেন্ডার
	মোট	৯৪৭৬১৬/-	
	৫ নং সালামাবাদ= ৫৯৫০০০/-		
৪৫.	আড়ংপাড়া সিরাজুল মোড়লের বাড়ির পার্শ্বে পাকা রাস্তার মাথা হতে বারি মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৪৬.	ছোট ধলবাড়িয়া অরবিন্দু পালের বাশতলা হতে পুজা মন্ডব অভিমুখে ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৪৭.	হাতবাস মোড়লপাড়া জামে মসজিদ হতে আক্তারুল মোড়লের বাড়ি অভিমুখে রাস্তার পার্শ্বে পুকুরের পাড় প্যালাসাইডিং করণ	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৪৮.	লাউতাড়া বাজার হতে শেখপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় প্রাইমারী স্কুলের পাড় ও নফর সরদারের পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং করণ।	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৪৯.	শিরাশুনি দক্ষিণ পাড়া ইব্রাহিম খার বাড়ি হতে মসজিদের পাশ দিয়ে এরফান মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মান	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৫০.	সুভাষিনী পশ্চিমপাড়া মতলেব খার বাড়ি হতে শহর আলী মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৫১.	লক্ষণপুর মাহবুবের বাড়ির পার্শ্বে ইটের সোলিং হতে আবু তালেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৫২.	তেঁতুলিয়া চৌকিদারের মোড়ের ইটের সোলিং হতে তেঁতুলিয়া জামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৫৩.	নওয়াপাড়া উত্তর শেখপাড়া রেডক্রিসেন্টের সামনে হতে আঃ মান্নান শেখের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	টেন্ডার
৫৪.	হাতবাস আলী মোহাম্মদ সরদারের দোকান হতে রশিদ মোড়লের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৫০০০০.০০	পিআইসি

	মদনপুর কামরুল মাহমুদের বাড়ির পার্শ্বে ইটের সোলিং হতে আকামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	পিআইসি
	তেঁতুলিয়া কাজী মাসুদের বাড়ির পার্শ্বে ইটের সোলিং হতে আয়ুব আলী শেখের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৪৫০০০.০০	**পিআইসি**
	দেওয়ানীপাড়া বাজার হতে নওশের শেখের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ	৫০০০০.০০	**পিআইসি**
	মোট	**৫,৯৫,০০০.০০**	
	৬নং খাশিয়াল = ১৫২৪৪৫৬/-		
	কিসমত ঘোনা দাশ পাড়ায় দুধকুমার দাশের পুকুর পাইলিংকরণ	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	জাতপুর ফকির পাড়ায় পুকুর পাইলিংকরণ	১৫০০০০.০০	টেন্ডার
	বারুইহাটী মোহাম্মদ কেরানীর বাড়ী হতে ঠাকুরপাড়া অভিমুখে কাশেমগাজীর পুকুর পাইলিংকরণ	১৫০০০০.০০	টেন্ডার
	মুড়াকলিয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদের পাশে পুকুর পাইলিংকরণ।	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	আটারই হামিদুল গাজীর বাড়ির পাশে পুকুর পাইলিংকরণ	৪৪৪৫৬.০০	টেন্ডার
	তালা সদর ইউনিয়নে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	২০০০০০.০০	পিআইসি
	জেয়ালা প্রদীপ ঘোষের বাড়ি হইতে প্রশান্ত ঘোষের বাড়ি অভিমুখে রাস্তার পাশে পুকুরপাড়ে পাইলিং করন	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	খড়ের ডাঙ্গা মসজিদ সংলগ্ন সড়কের পাশে পুকুরপাড়ে পাইলিং করন	১৫০০০০.০০	টেন্ডার
	তালা থানার অভ্যন্তরে ড্রেন সংস্কার	৯০০০০.০০	টেন্ডার
	তালা উপজেলার দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	১৮০০০০.০০	**পিআইসি**
	তালা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	২০০০০০.০০	**পিআইসি**
	তালা থানার পিছনে হাসেম আলীর বাড়ি অভিমুখে রাস্তার পাশে পুকুর পাইলিংকরণ	**৬০০০০.০০**	টেন্ডার
	মোট	**১৫,২৪,৪৫৬.০০**	
	০৭ নং জয়নগর= ৫৯১০২৪/-		
	পরাণপুর জামির সরদারের বাড়ির পার্শ্ববর্তী মোড়ের রাস্তা পাইলিং ও সংস্কার	১০০০০০.০০	**পিআইসি**
	কাজীডাংগা মোকাম শেখের বাড়ির পার্শ্বে ইটের সোলিং রাস্তা হতে মাওলানা আঃ সালাম মোড়লের বাড়ির অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা সংস্কার	১০০০০০.০০	**পিআইসি**
	সুজনশাহা পুজা মন্দিরের পশ্চিম পাশের পাকা রাস্তার মাথা হতে কামরুল সরদার এর বাড়ির অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ	৬০০০০.০০	টেন্ডার
	চাঁদপুর মসজিদের সামনের রাস্তা হতে কওছার শেখের বাড়ির অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ	৬০০০০.০০	টেন্ডার
	বারাত কেসমত উকিলের বাড়ির পাশে চার রাস্তার মোড়ে বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৭০০০০.০০	টেন্ডার
	ইসলামকাটি দেবাশীষ হরির বাড়ির পাশের রাস্তা হতে প্রসাদ পাল এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার

	ঢ্যামসাখোলা সবুজের দোকান হতে মসজিদ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ	৫১০২৪.০০	টেন্ডার
	বাউখোলা মাহবুবুর রহমান মিঠুর বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে পুকুর পাইলিং	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	মোট =	**৫,৯১,০২৪.০০**	
	৮ নং কলাবাড়িয়া =৫৯৫০০০/-		
	বলরামপুর দুর্গা মন্দিরের পার্শ্বে ইটের সোলিং এর মাথা হইতে মঙ্গল দাসের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১৭৫০০০.০০	**পিআইসি**
	চাঁদকাটি মোবারক বিশ্বাসের পুকুরপাড়ে রাস্তার উপর কালভার্ট সহ আলাউদ্দিন শেখ এর দোকান সংলগ্ন রাস্তা অভিমুখে ইউড্রেন।	১৩০০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
	মাগুরা রাহুল রায় চৌধুরীর জামির পার্শ্বে রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ।	৫০০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
	মাগুরা অরবিন্দু সেনের বাড়ির সামনে ইটের সোলিং এর মাথা হইতে অজিত মন্ডল এর জমি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং করণ।	১০০০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
	ধূলন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
	মাগুরা ইউনিয়নের চাঁদকাটি গ্রামে ডাঃ হিদায়েতুল ইসলামের বাড়ির পাশ থেকে চাঁদকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে কালভার্ট নির্মাণ।	৯০০০০.০০	টেন্ডার (RFQ)
	মোট =	**৫,৯৫,০০০.০০**	
	৯ নং বাঐসোনা= ৭০৬৮৩৭/-		
	খলিষখালী ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য বেঞ্চ সরবরাহ	১৮০০০০.০০	**পিআইসি**
	খলিষখালী গ্রামের অমল নাথের বাড়ি হইতে দক্ষিণ পাড়া বাজার অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৯০০০০.০০	টেন্ডার
	কাশিয়াডাঙ্গা সরদার পাড়া মোড় হইতে ওয়াজেদ মোড়লের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৯০০০০.০০	টেন্ডার
	গণেশপুর গ্রামের কামাল সরদারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ হইতে পূর্ব দিকে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	কাদিকাটি গ্রামের নীল কোমল দাশের বাড়ী হইতে খোকন দাশের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ।	৯০০০০.০০	টেন্ডার
	খলিশখালী গ্রামের কদমতলা হইতে হোড়পাড়া অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	৯০০০০.০০	টেন্ডার
	খলিষখালী গ্রামে টিনিট বসুর বাড়ীর পাশে রাস্তা কালভার্ট নির্মাণ	৬৬৮৩৭.০০	টেন্ডার
	মোট =	**৭,০৬,৮৩৭.০০**	
	১০ নং পহরডাঙ্গা= ৯৫৮৫১৬/-		
	বালিয়া পুলিশ ক্যাম্প হইতে সোহরাব গাজীর বাড়ির পিচের রাস্তা পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	২০০০০০.০০	**পিআইসি**
	মেশারডাংগা ব্রজেন মন্ডলের বাড়ি হইতে জগদীশ মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	৫৪৬২৯.০০	টেন্ডার
	বাতুয়াডাংগা পিচের রাস্তা হইতে পুলীন সরকারের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	শাহপুর শরফুদ্দীন গাজীর বাড়ি হইতে শফিকুল গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার

	হরিহরনগর লিয়াকত মোড়লের বাড়ির পাশে কালভার্ট নির্মাণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	হরিহরনগর জলিল সরদারের কাঁঠালতলা হইতে লিয়াকত মোড়লের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	১০০০০০.০০	টেন্ডার
	হরিহরনগর সালাম শেখের বাড়ি হইতে মামুনের দোকান পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	ডুমুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফার্নিচার ক্রয়	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	দক্ষিণ শাহাজাতপুর বাদাম তলার ঘাট হইতে মৃত গহর মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ	৮৩৮৮৭.০০	টেন্ডার
	কুলপোতা প্রাইমারী স্কুলের পাশে পাইলিংকরণ	১৫০০০০.০০	টেন্ডার
	হরিহরনগর ৪ নং ওয়ার্ডে লুতফর মোড়লের বাড়ির সামনে থেকে পাকুরিয়া নদী অভিমুখে ড্রেন নির্মাণ	৭০০০০.০০	টেন্ডার
	মোট =	**৯,৫৮,৫১৬.০০**	
	১১ নং পেড়লী = ১২৫২৩০২/-		
	চরকানাইদিয়া আব্দুল মোড়লের বাড়ির সামনে হতে আনসার মোড়লের বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরণ।	১০০০০০.০০	**পিআইসি**
	কানাইদিয়া মিলন দাশের বাড়ির সামনে হতে আশুতোষ দেবনাথের বাড়ির সামনে রাস্তায় ইটের সোলিংকরণ।	১০০০০০.০০	**পিআইসি**
	জালালপুর কারিকর পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন অজুখানা নির্মাণ।	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	কানাইদিয়া ঋষিপাড়া পূজা মন্দিরের সামনে মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা স্কুল সংস্কার।	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	জেঠুয়া ফকির পাড়া জামে মসজিদ পাঠাগার সংস্কার।	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	দোহার মোনছোপ মোড়লের জমির সামনে কালভার্ট নির্মাণ।	৪০০০০.০০	টেন্ডার
	জেঠুয়া ফকির আল আমিনের পুকুরের পার্শ্বে পাইলিং।	৪৭৩০২.০০	টেন্ডার
	জেঠুয়া বাজার কালীমন্দিরের সামনে ইটের সোলিংকরণ	৫০০০০.০০	টেন্ডার
	শ্রীমন্তকাটি খেয়াঘাটের রাস্তায় ইটের সোলিং ক'রণ।	৭৫০০০.০০	টেন্ডার
	পশ্চিম দোহার মসজিদের সম্মুখে গোবিন্দের বাড়ির ড্রেনের অসমাপ্তর অংশ ও কালভার্ট নির্মাণ	২৪০০০০.০০	(RFQM)
	দোহার শেখপাড়া জামে মসজিদের পার্শে পুকুর পাইলিং	২৫০০০০.০০	
	উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ।	২০০০০০.০০	**পিআইসি**
	মোট =	**১২,৫২,৩০২.০০**	
	১২ চাচুড়ী= ৯০৪৮৮৮/-		
	গোনালী বিলপার ইটের মাথা হইতে ঘোষপাড়া অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৮৫০০০.০০	পিআইসি
	নলতা পরামানিকপাড়া ইটের মাথা হইতে ভোট কেন্দ্র অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং	১১৫০০০.০০	
	হাজরাকাটি সরদার পাড়া ইটের মাথা হইতে বিল অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	

	খলিলনগর মোল্লাপাড়া রাস্তায় ইটের সোলিং	৫০০০০.০০	
	খলিলনগর বালিকা বিদ্যালয়, মহান্দী হাইস্কুল ও মাছিয়াড়া দাখিল মাদ্রাসায় ফ্যান সরবরাহ।	৫০০০০.০০	
	গঙ্গারামপুর পশ্চিমপাড়া পূজামন্ডপ হইতে আশুনাথের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	
	ঘোষনগর পলাশ দালালের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	
	দাশকাটি মাদ্রাসা হইতে শহীদুল গাজীর বাড়ির অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	
	প্রসাদপুর মোমিন সরদারের দোকান হইতে দলু সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	
	মাছিয়াড়া মিজানুর গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে গাজী গাছতলা অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫৪৮৮৮.০০	
	রায়পুর উত্তম ঘোষের বাড়ী হইতে রাধা গোবিন্দ মন্দির অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	
	চাঁপানঘাট ইটের মাথা হইতে আলাউদ্দীন শেখের বাড়ি অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ।	৫০০০০.০০	
	গোনালী ঋষিপাড়া পুকুর পাইলিং	২০০০০০.০০	
		৯,০৪,৮৮৮.০০	
	ইউনিয়নের মোট ব্যয়	১,০২,১৩,০০০.০০	
	বিবিধ (তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়)=	১,০৩,০০০.০০	
	সর্বমোট=	১,০৩,১৬,০০০.০০	

ইউজিডিপি মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকা

ক্রম নং	অবকাঠামোগত উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১	কালিয়া উপজেলার বাঐসোনা ডুটকুড়া হতে ফুলবদিনা পর্যন্ত, নড়াগাতী বাজার হতে জয়নগর বাজার হয়ে নয়নপুর পর্যন্ত এবং কলাবাড়ীয়া বাজার হতে মুলখানা পর্যন্ত সড়ক আলোকিত করার লক্ষ্যে সোলার লাইট স্থাপন	১০.০০	ওটিএম
০২	কালিয়া উপজেলার বড়দিয়া ফেরিঘাটে টিউব ওয়েলসহ যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	১০.০০	ওটিএম
০৩	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ প্লাস্টিকের উচু নীচু বেঞ্চ সরবরাহ	১০.০০	ওটিএম
০৪	কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা উপকরণ হিসাবে উন্নত মানের বেড সরবরাহ	১০.০০	ওটিএম

অষ্টম অধ্যায়ঃ মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য:

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন। পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

- সাবলিলতা: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কৌশল সাবলীল হতে হবে, কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে।
- বায়নকারিদের সম্পৃক্ততা: কৌশলের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কার্যক্রমের সর্বস্তরে বাস্তবায়নকারিদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে
- টেকসই: উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৌশল প্রণীত হতে হবে

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . অর্থ বছরের . . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ.							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

উপসংহার

যে কোন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এ জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট উপজেলা পরিষদগুলোকে বাস্তবমূখী পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রুটিসহ অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন। তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশকে বাস্তবায়ন করা।

সমাপ্ত